ভারত- ৩৬৪/৪
পৃথ্বী-১৩৪,
বিরাট-৭২*,
পূজারা-৮৬,
রাহানে-৪১

মাঠে - ময়দানে

জিম্বাবোয়ে-৭৮/১০
মাসাকাদজা-২৭
দক্ষিণ
আফ্রিকা-১৯৮/১০
ডেল স্টেইন-৬০

অভিষেক টেস্টেই শতরান পৃথ্বী'র

চালকের আসনে ভারত, অর্ধশতরান কোহলি ও পূজারার

অভিষেক টেস্টে শতরান করা ভারতীয়দের মধ্যে পৃথ্বী ১৫তম

১) লালা অমরনাথ -১১৮ বনাম ইংল্যান্ড, ডিসেম্বর ১৯৩৩
২) দীপক শোধন - ১১০ বনাম পাকিস্তান, ডিসেম্বর ১৯৫২
৩) এজি ক্রিপাল সিংহ - ১০০* বনাম নিউজিল্যান্ড, নভেম্বর ১৯৫৫
৪) আব্বাস আলি বেগ - ১১২ বনাম ইংল্যান্ড, জুলাই ১৯৫৯
৫) হনুমন্ত সিংহ- ১০৫ বনাম ইংল্যান্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
৬) গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ -১৩৭ বনাম অস্ট্রেলিয়া, নভেম্বর ১৯৬৯
৭) সুরিন্দর অমরনাথ-১২৪ বনাম নিউজিল্যান্ড, জানুয়ারি ১৯৭৬
৮) মহম্মদ আজহারউদ্দিন- ১১০ বনাম ইংল্যান্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৪
৯) প্রবীণ আমরে- ১০৩ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, নভেম্বর ১৯৯২
১০) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়- ১৩১ বনাম ইংল্যান্ড, জুন ১৯৯৬
১১) বীরেন্দ্র সহবাগ-১০৫ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, নভেম্বর ২০০১
১২) সুরেশ রায়না- ১২০ বনাম শ্রীলঙ্কা, জুলাই ২০১০
১৩) শিখর ধাওয়ান- ১৮৭ বনাম অস্ট্রেলিয়া, মার্চ ২০১৩
১৪) রোহিত শর্মা- ১৭৭ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নভেম্বর ২০১৩
১৫) পৃথ্বী শ- ১৩৪ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অক্টোবর ২০১৮

রান	বল	স্ট্রাইক রেট	বাউন্ডারি
১৩৪	১৫৪	৮৭.০১	১৯

অনিকেত মিত্র

প্রথম দিনেই চালকের আসনে ভারত। ইংল্যান্ডের কাছে ৪-১ ফলাফলে সিরিজ হারের পর বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলতে নেমেছিল ভারত। সেই টেস্টে আশানুরূপভাবে ভারতের ২৯৩তম খেলোয়াড় হিসাবে টেস্টে অভিষেক হয় অনূর্ধ্ব-১৯ অধিনায়ক পৃথ্বী শ'র। খেলা শুরুর আগে অধিনায়ক কোহলির হাত দিয়ে ক্যাপ পরে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত ছিলেন পৃথ্বী। এরপর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অধিনায়ক কোহলি। ওপেনিংয়ে নামেন কেএল রাহুল ও পৃথ্বী শ। দিনের প্রথম ওভারেই শেষ বলে গ্যাব্রিয়েলের বলে এলবিডব্লু হয়ে খালি হাতেই ফিরে যান কেএল রাহুল। এরপর পৃথ্বী ও পূজারা মিলে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ২০৬ রানের পার্টনারশিপ তৈরি হয় দু'জনের মধ্যে। এরমধ্যেই পৃথ্বী শতরান পূর্ণ করে ফেলেন। কিন্তু লেডউইসের বলে উইকেটরক্ষক ডরউইচের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান পূজারা। তাঁর ব্যাট থেকে আসে গুরুত্বপূর্ণ ৮৬ রান। এই রান করতে তিনি ১৪ বাউন্ডারি মারেন। এরপর খেলতে আসেন বিরাট কোহলি। বিরাট কোহলির সঙ্গে ২৩ রানের পার্টনারশিপ করেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান পৃথ্বী। দেবেন্দ্র বিশু'র বলে হাল্কা টাচ দিতে গিয়ে বিশু'র হাতেই ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান তিনি। তখন তাঁর রান ১৩৪। এরপর রাহানে বিরাট কোহলির সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ে রান এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। সহ-অধিনায়ক রাহানে ইংল্যান্ড সফরে একদম ফর্মে ছিলেন না। কিন্তু এদিন বেশ স্বাভাবিক ছন্দেই ব্যাট করতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু রস্টন চেসের বলে সেই উইকেটরক্ষক ডরউইচের হাতেই ক্যাচ দেন তিনি। ৪১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরান তিনি। দিনের শেষে বিরাট কোহলি নিজের অর্ধশতরান পূরণ করেন। দিনের শেষ বেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর কোনও উইকেট সংগ্রহ করতে পারেনি। ৮৯ ওভারে ভারতের স্কোর ৩৬৪/৪। বিরাট কোহলি অপরাজিত আছেন ৭২ রানে ও উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ অপরাজিত আছেন ১৭ রানে। শেষ কথা বলা যায় প্রথম দিনেই চালকের আসনে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোং।

সবচেয়ে কম বয়সে শতরান করা ভারতীয়দের মধ্যে ২য় পৃথ্বী

অভিষেক টেস্টে শতরান করেই দ্বিতীয় সেশনে পৃথ্বী ছুঁয়ে ফেললেন একাধিক রেকর্ড। অভিষেক টেস্টে প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ড সফরের প্রথম টেস্টে লর্ডস অভিষেকে ১৩১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সৌরভ। এবার রাজকোটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে শতরান হাঁকালেন মুম্বইকর পৃথ্বী শ। সিনিয়র ক্রিকেটে পা রেখেই প্রথম দিনই একাধিক রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন পৃথ্বী।

১) ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে, অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকানোর নজির গড়লেন পৃথ্বী। মাত্র ১৮ বছর ৩২৯ দিন বয়সে অভিষেক টেস্টে শতরানের স্বাদ পেলেন তিনি।

২) বলের বিচারেও ভারতীয়দের মধ্যে অভিষেক টেস্টে শতরান হাঁকাতে ধাওয়ানের পরেই রয়েছেন পৃথ্বী। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫ বলে শতরান করেছিলেন শিখর ধাওয়ান। গব্বরের খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে টেস্ট দলে সুযোগ পেয়ে রাজকোটে ৯৯ বলে শতরান করলেন পৃথ্বী।

৩) অন্যদিকে, ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি হাঁকানোর তালিকায় দু'নম্বরে রয়েছেন নবাগত এই ক্রিকেটার। মাত্র ১৭ বছর ১০৭ দিন বয়সে কেরিয়ারের প্রথম শতরান করেছিলেন ক্রিকেট ঈশ্বর শচীন তেন্ডুলকর। পৃথ্বী সেঞ্চুরি করলেন ১৮ বছর ৩২৯ দিন বয়সে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের তালিকায় সাত নম্বরে উঠে এলেন পৃথ্বী। পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদি প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি এসেছিল ১৮ বছর ৩৩৩ দিনে। তাঁকে টপকে সাত নম্বরে এখন পৃথ্বী।

৪) ভারতীয় হিসাবে পৃথ্বী পনেরোতম ব্যাটসম্যান, যিনি অভিষেকেই সেঞ্চুরির স্বাদ পেয়ে কিংবদন্তিদের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন। অভিষেকে সেঞ্চুরি হাঁকানোর তালিকায় রয়েছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন, গুন্ডাপা বিশ্বনাথ, প্রবীণ আমরে, সৌরভ গাঙ্গুলী, বীরেন্দ্র সহবাগ, রোহিত শর্মা, সুরেশ রায়না সহ আরও একাধিক ক্রিকেটার।

এই শতরান করার পর এখন চর্চায় শুধুই পৃথ্বী। কারণ মুম্বইয়ের বিখ্যাত হ্যারিস শিল্ড ক্রিকেটে রেকর্ড ৫৪৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। হ্যারিস শিল্ড খেলে সিনিয়র টিমে উঠে এসেছিলেন আর এক কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকর। শচীনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পৃথ্বীর তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে। মুম্বইয়ের ময়দানে 'বিস্ময় বালক'-এর তকমা জুটল তাঁর মুকুটে। পৃথ্বীর উত্থান কিন্তু থেমে থাকল না, যেমন থামেনি শচীনের।

রঞ্জি ট্রফি, দিলীপ ট্রফি এবং ইরানি ট্রফির অভিষেকে শতরান ছিল শচীনের। ঠিক এরকমই রেকর্ড রয়েছে পৃথ্বীর। তফাৎ শুধু ইরানি ট্রফি, কারণ এই ম্যাচটি এখনও খেলার সুযোগ পাননি পৃথ্বী। টেস্টের প্রথম দিনেই এগিয়ে গেলেন শচীনের থেকে একধাপ আগে। কারণ টেস্ট অভিষেকে শচীনের কোনও শতরান নেই।

কেরালার বিরুদ্ধে জিততে মরিয়া মুম্বই

কোচি, ৪ অক্টোবর : কলকাতার পর এবার ঘরের মাঠে খেলতে নামছে কেরালা ব্লাস্টার্স। এটিকের পর তারা বধ করতে চাইছে মুম্বইকেও। ধরে রাখতে মরিয়া জরে রথ। মাতিচ ও স্তোয়ানভিএচর গোলে এটিকেকে হারালেও কোচ ডেভিড জেমস নিজের পুরো দল নিয়ে খুশি এবং আত্মবিশ্বাসী। মুম্বই ম্যাচের আগে তিনি ভিডিও দেখেছেন। তবে কি তিনি জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী? 'শুধু স্কোরার বাদেও দলের সকলেই বেশ ভাল খেলেছে। অনেক সুযোগও সৃষ্টি করেছিল। আমার সুবিধে দলের সকলেই খেলার মতো জায়গায় রয়েছে। সকলে অনুশীলন করছে। ভালো খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তবে আনাসের না থাকাটা একটু চিন্তা বটে, যদিও সিস ভালো খেলছে। সব মিলিয়ে আমরা তৈরি।' জানিয়েছেন ডেভিড জেমস। ঘরের মাঠে হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর মুম্বই এবার ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। কিন্তু কেরালার মাটিতে কি অতটা সোজা হবে তিন পয়েন্ট অর্জন করা? মুম্বই রক্ষণকে ঝামেলায় ফেলতে পারে মাতিজ, ভিনিতরা। মুম্বই কোচ কোস্তা নিজেদের পারফরম্যান্সে একেবারেই খুশি নন। 'জামসেদপুরের বিরুদ্ধে আমরা প্রথমার্ধে তেমন কিছুই করতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে তবে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু গোল করতে পারিনি। উল্টে জামশেদপুর গোল করে আমাদের পয়েন্ট কেড়ে নেয়। কিন্তু এখানে আমরা আমরা তিন পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাব।'

মুম্বই দলে হয়তো রাজু গায়কোয়ারকে পাওয়া যাবে না। সেহেনাজ সিংকে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে। আসতে পারেন মিলন সিংও। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারাবার পর কোস্তা বেশ চাপে। নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর এখন তারা নামবে কোচির বিরুদ্ধে।

দুরন্ত মেসিতে ওয়েম্বলি জয় বার্সার

লন্ডন, ৪ অক্টোবর : পোস্টের বাধায় দু'বার গোলবঞ্চিত হলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠিকই গোল আদায় করে নিলেন লিওনেল মেসি। জোড়া গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের গোলেও ভূমিকা রাখলেন। ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা ক্লাব টটেনহ্যামকে তাদের মাঠেই হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ধারা ধরে রাখল বার্সেলোনা। লন্ডনের ওয়েম্বলিতে 'বি' গ্রুপের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতল কাতালান ক্লাবটি। ফিলিপ্পে কুটিনহোর গোলে বার্সেলোনা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান ইভান রাকিতিচ। গোলরক্ষকের মারত্মক ভুলে ৯২ সেকেন্ডে গোল খেয়ে বসে টটেনহ্যাম। মেসির লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে বাঁ দিক থেকে জর্দি আলবাকে ঠেকাতে ছুটে যান হুগো লরিস, ফাঁকা হয়ে যায় পোস্ট। ডান দিক দিয়ে কুটিনহোকে পাস দেন আলবা। ২০ গজ দূর থেকে জোরালো শটে অনায়াসে গোলটি করেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার।

২৮ মিনিটে দারুণ ভলিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাকিতিচ। এই গোলেও ভূমিকা ছিল মেসির। ৩৩ মিনিটে সন হিউন মিনের শট একজনের পায়ে লেগে কিছুটা দিক পাল্টে জালে জড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঝাঁপিয়ে সেটা ঠেকান গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টার স্টেগেন। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'বার ভাগ্যের জন্য গোলবঞ্চিত হন মেসি। ৪৭ মিনিটে ডি-বক্সের মধ্যে থেকে তাঁর নেওয়া শট লাগে পোস্টে। তিন মিনিট পর ডিফেন্ডারদের পিছনে ফেলে ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলারের নেওয়া শট আবারও পোস্টে লাগে।

৫২ মিনিটে দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান কমান হ্যারি কেন। ৫৬ মিনিটে আলবাকে বাঁয়ে পাস দিয়ে দ্রুত ডি-বক্সের ঢুকে ফিরতি বল পেয়ে পোস্ট ঘেঁসে লক্ষ্যভেদ করেন মেসি। ৬৬ মিনিটে আবারও ব্যবধান কমিয়ে রোমাঞ্চকর শেষের আভাস দেন এরিক লামেলা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে এটি আট হাজারতম গোল। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে সব অনিশ্চয়তার ইতি টানেন মেসি। সুয়ারেজের পাস থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন বার্সেলোনার অধিনায়ক। এবারের আসরে মেসির এটি পঞ্চম গোল। ডাচ চ্যাম্পিয়ন পিএসভির বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। ক্লাব পর্যায়ে ইউরোপে সেরা প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্যায়ে ৬৫ ম্যাচে মেসির এটি ৬৫ তম গোল। আর সবমিলিয়ে তাঁর গোল হল ১০৫টি।

হাসপাতালে ভর্তি হকি খেলোয়াড় বলবীর সিং

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: শ্বাসজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বলবীর সিং সিনিয়র। তিনবারের অলিম্পিক (লন্ডন, হেলসিনকি ও মেলবোর্ন) স্বর্ণ পদক জয়ী বলবীরকে পিজিআই হাসপাতালের রেসপিরেটরি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আরআইসিইউ) রাখা হয়েছে। কিংবদন্তি সেন্টার ফরোয়ার্ডের এখন ৯৪ বছর বয়স। গত বুধবার থেকেই তিনি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার এক সংবাদসংস্থা কথা বলেছে বলবীরের ডাক্তারের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন যে, বলবীরকে এনড্রোট্র্যাকিয়াল ইনটিউবেশন পদ্ধতিতে শ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় শ্বাসনালিতে একটি ট্র্যাকিয়া টিউব ঢোকানো হয়। যার ফলে ফুসফুসের মধ্যে মুক্ত ভাবে বাতাস প্রবাহিত হয়। শেষ কয়েক ঘন্টায় বলবীরের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণেই হাসপাতালে থাকবেন তিনি।

২০১২ সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা ১৬ জন কিংবদন্তিকে স্থান দিয়েছিলেন আধুনিক অলিম্পিকের ইতিহাসে। একমাত্র ভারতীয় হিসাবে জায়গা করে নেন বলবীর। এখনও পর্যন্ত অলিম্পিকের আসরে ফিল্ড হকির ফাইনালে সর্বোচ্চ গোল করার নজির রয়েছে বলবীরেরই। ১৯২২ সালে হেনসিনকিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ভারত নেদারল্যান্ডসকে ৬-১ গোলে হারিয়ে সোনা জিতেছিল। সেই ম্যাচে একাই পাঁচ গোল দিয়েছিলেন বলবীর। যদিও এই তথ্য নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে। ১৯৩৬ অলিম্পিকের ফাইনালে ভারত ৮-১ গোলে হারিয়েছিল জার্মানিকে। সেবার ধ্যানচাঁদ একাই হ্যাফ-ডজন গোল করেছিলেন। যদিও আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের রিপোর্ট বলছে যে, বার্লিন অলিম্পিক ফাইনালে ধ্যানচাঁদের স্টিক থেকে এসেছিল তিন গোল। ১৯৫৭ সালে বলবীর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৭৫-এ বিশ্বকাপ জয়ী হকি দলের ম্যানেজার হন তিনি।

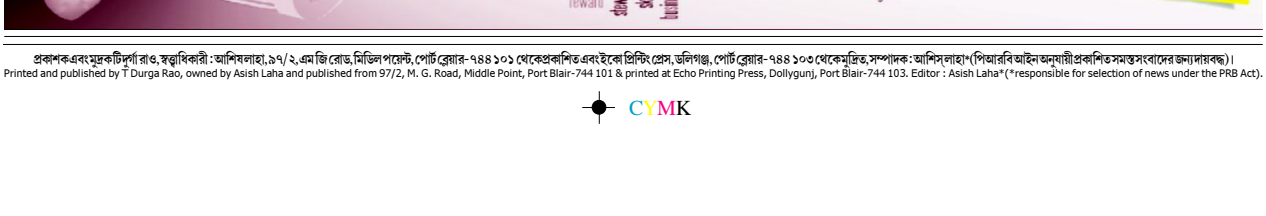

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিস লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা*(পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).